দৈনিক খবর

তারিখ 16 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

23

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী

মেধাবী দিনমজুর থেকে গৃহবধুরাও সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়ার সুযোগ পাবেন

।।সংসদ রিপোর্টার।।

গত বুধবার সংসদে 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল ১৯৯২ পাস হয়েছে। এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য রাষ্ট্রপতিকে এবং সমগ্র দেশের জন্য যে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় তাতে পার্থক্য রাখতে সরকার প্রধানকে চ্যান্সেলর করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রিক্সাওয়ালা দিনমজুর, বাড়ীর চাকর চাকরানীদের মধ্যে যারা মেধাবী তারাসহ পর্দানশীলা গৃহবধুরাও বাড়ীতে রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে এই আইনের সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিতে পারবে। শিক্ষার সুযোগ জনস্বার্থে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যেই এ আইন করা হচ্ছে।

বিলের উপর জনমত যাচাই, বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনীর প্রস্তাবে আলোচনা করেন, মোহাম্মদ নাসিম, সুধাংশু শেখর হালদার, তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক, কাজী আব্দুর রশিদ, ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন, আব্দুর রউফ মিয়া, রওশন আলী, হাজী রাশেদ মোশাররফ, রহমত আলী, প্রফেসর আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক ওয়ালী উল্লাহ, এডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, শেখ আনসার আলী, শাহদুজ্জামান, মোঃ শাহজাহান চৌধুরী, হাফেজা আসমা খাতুন, মাওলানা মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ডাঃ এ কে এম আমজাদ, আজিজুর রহমান, বেগম রাশিদা খাতুন, মাওলানা হাবিবুর রহমান, এ বাদুর রহমান ও আবু লেইছ মোঃ মুবিন চৌধুরী।

বিলটির দফাওয়ারী পাসের পূর্বে বিলে সরকারী পক্ষের লেখনীগত কতিপয় সংশোধনী পাসকালে ধ্বনী ভোটে সরকারী দলের সদস্যদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থাকায় বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ 'না' ধ্বনীর পক্ষে জোরালো সমর্থন রয়েছে বলে দাবী করেন।

স্পীকার এ পর্যায়ে বিরোধী দল বিভক্তি ভোট দাবী করে কিনা জানতে চাওয়ায় তারা সম্মতি দেন। সংশোধনীর পক্ষ সমর্থনকারীদের আসন থেকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে গণনাকালে সরকার পক্ষের সংখ্যাধিক্য স্পষ্ট হয়ে উঠলে সংসদে হাস্য পরিহাস শুরু হয়।

এ পর্যায়ে জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বিরোধী দলের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বিধায় বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বিভক্তি ভোটের দাবী প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান।

শেখ হাসিনা তাতে সাড়া দিয়ে দাবী প্রত্যাহারকালে বলেন, স্কুলে ফাঁকি দেয়ার কারণে অবাধ্য ছাত্রদের শাস্তিদানের মত সরকারী দলকে দাঁড় করানোর পর ... আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এর জবাবে সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী সংসদের সবার পক্ষে বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে হলেও দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন বলে প্রসঙ্গের ইতি টানতে চেষ্টা করেন। তবে সংসদের চীফ হুইপ সংসদীয় বিধানে দাবী প্রত্যাহারের সুযোগ নেই উল্লেখ করে বলেন, আমাদের দাঁড় করিয়ে বিরোধী পক্ষ নিষ্কৃতি পেতে পারেন না। তিনি আইনগত বিধানে বিভক্তি ভোট সম্পন্ন করার দাবী করায় শেষ পর্যন্ত সংশোধনীর পক্ষে ৮৭ এবং বিপক্ষে ২৮ ভোটে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী বিভক্তি ভোটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ব্যারিস্টার মওদুদ সরকারী দলের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে বিরোধী দলীয় নেত্রীর প্রতি অংশগ্রহণ করে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকার ইঙ্গিত করে ব্যর্থ হন। প্রথমদিকে বিপক্ষে ভোটদানে বিরত থাকার প্রচেষ্টা দেখা গেলেও আওয়ামী লীগ সদস্যরা শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরাসরি নির্দেশে আসন থেকে উঠে বিপক্ষে ভোট দেন।

সংসদের অধিবেশন আজ বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে।